ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG 0.8 199[illegible] ...
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 6

83

নৃবিজ্ঞানের প্রশ্ন ফাঁস

পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রেখেছেন উপাচার্য ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রশ্নপত্র ফাঁস সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। একই সঙ্গে ছাত্ররাও। এদিকে আজ সোমবার তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করতে পারে।

নৃবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

নৃবিজ্ঞানের প্রশ্ন ফাঁস

● প্রথম পাতার পর

অধ্যাপক এইচ কে আরেফীন ভোরের কাগজকে বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এটা মোটামুটি নিশ্চিত। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকও তাই মনে করেন। আর প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত পরীক্ষা কমিটির কোনো না কোনো সদস্য।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান বললেই তো হবে না। প্রশ্নপত্র ফাঁস নাও হতে পারে। তদন্ত কমিটিই প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করবে।

এদিকে, নৃবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করেছে। একপক্ষ প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনার যথাযথ তদন্ত, বিভাগীয় শিক্ষককে 'এক্সটারনাল' পদ থেকে সরানোর দাবি করে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। এরা মূলত ৩য় বর্ষের ছাত্র। বিভিন্ন বর্ষের অন্যকিছু ছাত্র উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে প্রমাণ ছাড়া যেন কোনো শিক্ষককে অভিযুক্ত করা না হয় তা নিশ্চিত করার দাবি তুলেছে। ছাত্রদের গ্রুপ দুটি শিক্ষকদের দুগ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

এদিকে ঘটনা তদন্তে গঠন করা উপউপাচার্যের নেতৃত্বাধীন কমিটি আজ বিকালে কাজ শুরু করবে। বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে আজ কমিটি জিজ্ঞাসাবাদ করবে।